1. Give a critical estimate on Bāṇabhaṭṭa's style.
2. Write a note on Bana and his works.
3. বাণোচ্ছিষ্টং জগৎসর্বম্— Discuss with apt illustration from your text.

অথবা,

Give a critical estimate on Bāṇabhaṭṭa's style.

বাণভট্টের রচনারীতি পর্যালোচনা করো।

উঃ গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি—গদ্যই কবিদের রচনার কষ্টিপাথর—আলঙ্কারিক বামনাচার্যের এই মন্তব্য সংস্কৃত গদ্য রচয়িতাগণের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ কবি সম্রাট বাণভট্টের ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত। কারণ, বাণভট্ট যে গদ্য রচনা করেছেন তার মধ্যে তাঁর বাক্‌রীতি, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, চিত্রনির্মাণদক্ষতা, বক্রোক্তিপ্রয়োগনৈপুণ্য তাঁর কবিস্বভাব থেকে উৎসারিত হয়ে সহৃদয় হৃদয়কে স্পর্শ করে। তাঁর রসানুগ বর্ণনাকৌশল যেমন বিন্ধ্যাটবীর গহনগম্ভীর সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করেছে, তেমনই রমনীয় অচ্ছোদ সরোবর, তপঃশুদ্ধা মহাশ্বেতা বা প্রাজ্ঞ শুকনাসকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করেছে। শুধু কাদম্বরী কথা কাব্যেই নয়, হর্ষচরিত আখ্যায়িকা কাব্যেও তাঁর গদ্যরীতি শব্দসৌকর্যে, অর্থের গাম্ভীর্য্যে ও ধ্বনিময়তায়, আলংকারিক বাক্যবন্ধে ভূষিত হয়ে সহৃদয় ব্যক্তিগণের মনঃপ্রীতির কারণ হয়ে উঠেছে।

ওজঃ সমাসভূয়স্ত্বমেতদ্ গদস্য জীবিতম্—এই আলংকারিক বচন অনুসারে ওজোগুণই গদ্যকাব্যের জীবন। তাই বাণের কাব্যে সমাসবদ্ধ পদ, দীর্ঘবাক্য, উৎকলিকা যা দীর্ঘ সমাসের মালা, দুরূহ শব্দ প্রয়োগ করে করেই এসেছে। যেমন, হর্ষচরিতের প্রথম উচ্ছ্বাসেই—সর্বেষু চ তেষু শাপভয়প্রতিপন্নমৌনেষু প্রভৃতি শব্দবন্ধে সহজভাবে শুরু করলেও অজস্র বিশেষণ, শতৃ শানচ্ প্রত্যয়াদির দ্বারা শব্দ নির্মাণ করে সরস্বতী বর্ণনা করেছেন।

কাদম্বরীর শুকনাসোপদেশ অংশে—অপরে তু স্বার্থনিষ্পাদনপরৈঃ—...অভিনন্দতি —দীর্ঘবাক্যে রাজাদের তোষামোদকারী প্রবঞ্চকগণের বর্ণনা করেছেন।

Scanned by CamScanner

বাণভট্টের দীর্ঘবাক্য প্রয়োগের সমালোচনা হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে তিনি কল্পনা বিস্তারী। বর্ণনার ক্ষেত্রে তুচ্ছ বিষয়কেও যেন তিনি বর্জন করতে চান না। রাজা শূদ্রক, তারাপীড়, বিলাসবতী, পত্রলেখা প্রভৃতি চরিত্র যেমন তাঁর বর্ণনায় জীবন্ত, তেমনই বিন্ধ্যারণ্য, জাবালির আশ্রম, অচ্ছোদ সরোবর প্রভৃতির সৌন্দর্য্য কাদম্বরী কাব্যে চিত্রিত। হর্ষচরিতেও প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যু দৃশ্য বা যশোবতীর চিতারোহণে মৃত্যুর সংকল্প বাণের বাক্‌বৈদগ্ধ্যের সম্পদ।

বাণভট্টও কখনো কখনো এমন দীর্ঘবাক্য প্রয়োগ করেছেন যা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যের সমষ্টি। শুকনাসের উপদেশে লক্ষ্মীর বর্ণনা যেমন—ন পরিচয়ং রক্ষতি, নাভিজনমীক্ষতে, ন রূপমালোকয়তে, ন কুলমনুবর্ততে, ন শীলং পশ্যতি, ন বৈদগ্ধং গণয়তি, ন শ্রুতমাকর্ণয়তি, ন ধর্মমনুরুধ্যতে, ... ইত্যাদি।

বাণভট্ট পাঞ্চালী রীতির কবি। মাধুর্য্য ও সৌকুমার্য্য—এই দুটি গুণে তাঁর রচনারীতি ভূষিত। কাদম্বরী কথা কাব্যে পাঞ্চালীরীতিরই প্রাধান্য। 'অতিরেকেণ পাঞ্চালী রীতিঃ, অন্যা অপি রীতয়োঽল্পাধিকভাবেন পরিলক্ষ্যন্তে।' বৈদর্ভী বা গৌড়ী রীতিও অল্পাধিক পরিমাণে কাদম্বরী কাব্যে রয়েছে।

হর্ষচরিত ও কাদম্বরী—দুই গ্রন্থেই কবীশ্বর বাণ অসংখ্য শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার প্রয়োগ করেছেন। সেখানে তাঁর কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী উভয় প্রকার প্রতিভাই বিচ্ছুরিত। যেমন—

অনুপ্রাস— (১) ললাটলুলিতচারুচামীকরচক্রমে (হর্ষচরিত)

(২) কেরলীকপোলকোমলচ্ছবিনা (কাদম্বরী)

(৩) নবনলিনদলকোমলেন (কাদম্বরী)

এখানে উপমাই প্রধান, অনুপ্রাস যেন ছন্দোময়।

উপমা—শুকনাস প্রভৃতির বর্ণনায় কবি উপমাই প্রধান অলঙ্কাররূপে প্রয়োগ করেছেন। যেমন—যুধিষ্ঠির ইব ধর্মপ্রভবঃ—বশিষ্ঠ ইব দশরথস্য ইত্যাদি।

মালোপমা—কমলিনীব সবিতুঃ, সাগরবেলেব চন্দ্রমসঃ, ময়ূরীব জলধরস্য ...

অপ্রস্তুতপ্রশংসা—কালো হি গুণাশ্চ দুর্নিবারতামারোপয়ন্তি মদনস্য সর্বথা।

বিরোধাভাস—অনুজ্ঝিতধবলাপি সরাগৈব ভবতি যূনাং দৃষ্টিঃ।

রূপক—ইয়ং হি সুভটখড়্গমণ্ডলোৎপলবনবিভ্রমভ্রমরী..... ইত্যাদি।

Scanned by CamScanner

দৃষ্টান্ত—ন হি অল্পীয়সা শোককারণেন ক্ষেত্রীক্রিয়ন্তে এবংবিধা মূর্তয়ঃ।

উৎপ্রেক্ষা—বাণভট্টের অন্যতম প্রিয় অলঙ্কার যা তিনি প্রতিটি বর্ণনার ক্ষেত্রে উপস্থিত করেছেন। প্রায় প্রতি ছত্রেই উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার কাদম্বরী কথা কাব্যকে ভূষিত করেছে।

ভাষাশিল্পী বাণ। মুক্তক, বৃত্তগন্ধি, উৎকলিকাপ্রায় ও চূর্ণক—এই চার প্রকার গদ্যরচনাতেই তিনি সাবলীল। দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদ বা উৎকলিকাপ্রায় গদ্য যেমন তিনি রচনা করেছেন। আবার মুক্তক বা সমাস রহিত বাক্য নির্মাণেও তিনি স্বচ্ছন্দ। মুক্তক রচনা যেমন—কিমর্থঞ্চ কৃশোদরি। নালঙ্কৃতাসি! ইত্যাদি রসের অনুকূলেই প্রযুক্ত হয়েছে। কাদম্বরী শৃঙ্গার রসের কাব্য। কিন্তু নানা রসের সংমিশ্রণে কাব্য সৌন্দর্য্য তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছেন। সেই সঙ্গে চরিত্রগুলির মানসিক বিশ্লেষণও তিনি করেছেন। মানবমনের সূক্ষ্ম বিষয়গুলি তিনি ভাষায় প্রকাশ করেছেন। মহাশ্বেতাবৃত্তান্তে বা হর্ষচরিতে যশোবতী বৃত্তান্তে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাণভট্টের বর্ণনার দক্ষতা এবং বর্ণনীয় বিষয় অসংখ্য। চিত্র রচনায় তাঁর সমকক্ষ কবি দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথ সেই কারণে মন্তব্য করেছিলেন—'রঙ্ ফলাইতে কবির কী আনন্দ। যেন শ্রান্তি নাই। তৃপ্তি নাই। সে রঙ শুধু চিত্রপটের রঙ নহে। তাহাতে কবিত্বের রঙ, ভাবের রঙ আছে।' তাই কাদম্বারী কাব্য সত্যিই এক চিত্রশালা। নানা ধরনের বিচিত্র চিত্রের বর্ণময় সম্ভার। সমালোচকগণের মতেও বাণ যেন সমস্ত কিছুই উচ্ছিষ্ট করে দিয়েছেন, আর নূতন চিত্রকল্প রচনার যেন কিছু নেই। তাই 'বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্'—মন্তব্যটি কখনোই অতিশয়োক্তি বলে মনে হয় না।

Scanned by CamScanner